প্রয়োজন নেই এবং এই রকম বিশ্বাস পোষণ করার অর্থ হল যথার্থ নয় এমন বিষয়ে আল্লাহকে অংশী করা।

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" (কুরআন ৫০ : ৩৮)

ইসলাম পরিষ্কারভাবে পৃথক করে দিয়েছে সৃষ্টির অপূর্ণঙ্গতা ও আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গতার বিষয়। আল্লাহ্ সমস্ত অপূর্ণাঙ্গতা ও অপারগতার উর্দ্ধে। আল্লাহ্ হলেন সর্বজ্ঞাত, সর্বশক্তিমান, সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান ও চিরস্থায়ী। অপরপক্ষে মানুষ হল অপূর্ণাঙ্গ, সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী ও মরণশীল।

আল্লাহ সরাসরি পূজিত হন।

একজন ব্যক্তিকে সরাসরি ভাবে আল্লাহকে ডাকতে, তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে ও তাঁর নিকট ক্ষমা চাওয়া ব্যাপারে কোন কিছুই বাধা দেয় না। যাঁরা প্রশংসা করে এবং তাঁকে ডাকে আল্লাহ্ তাদের সকলের কথা শোনেন। ইসলামে কোন মাধ্যম (স্বরূপ ব্যক্তি) নেই, প্রত্যেকেই অবিচ্ছেদ্যভাবে ও সরাসরিভাবে নিজের কথা আল্লাহর নিকট ব্যক্ত করতে পারে। মুসলিমদেরকে সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়। পরোক্ষভাবে আল্লাহর উপাসনা (অর্থাৎ প্রতিমা, মূর্তি বা অন্য কোন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে) হল আল্লাহ্‌র একত্বের সঙ্গে কোন কিছুকে তুলনা করে দেখানো।

"জেনে রাখো, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, (তারা বলেঃ আমরা তো এদের পূজা এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এনে দিবে।..... যে মিথ্যাবাদী ও অমান্যকারী, আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

(কুরআন ৩৯ : ৩)

সমস্ত নবী-রসুলগণই আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

"....আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসুল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথ ভ্রান্তি সব্যস্ত হয়েছিল।" (কুরআন ১৬ : ৩৬)

(মুসলিমরা আগের সমস্ত নবীকে বিশ্বাস করে) যাদেরকে আল্লাহ প্রত্যেক জাতির নিকটে পাঠিয়েছিলেন। তারা সকলেই একই বাণী নিয়ে আগমন করেছিলেন— আল্লাহ্‌র একত্ববাদ। নিম্নে আমরা কিছু উদাহরণ দেখবো ঃ

নুহ্ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন (কুরআন ৭ : ৫৯)

"হে আমার জাতি! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত (উপাসনা) করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন সত্য উপাস্য নেই।"

ইব্রাহীম (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন -

(কুরআন ২১ : ৬৬)

"তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা কর যারা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না?"

মুসা (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন- (কুরআন ৭ : ১৪০)

"আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্য অন্য কোনো উপাস্যের সন্ধান করবো? অথচ তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন!"

ইসা (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন

(কুরআন ৪৩ : ৬৪)

"আল্লাহই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব তাঁর উপাসনা করো; এটাই সরল পথ।"

মুহাম্মদ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল এই বলতে যে — (কুরআন ১৮ : ১১০)

"আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের প্রভু একজন। সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের উপাসনায় (ইবাদতে) কাউকেও শরীক (অংশী স্থাপন) না করে।"

ইসলামী বিশ্বসবোধের ভিত্তি হল আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস। ইসলাম সেই ধারণাকে প্রত্যাখান করে যা আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে। আল্লাহ হলেন এক এবং তিনি ব্যতীত উপাসনার পাওয়ার যোগ্য কেউই নেই।

"যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে, তাদেরকে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান পুরস্কার রয়েছে।"

(কুরআন ৫ : ৯)

KNOW ISLAM

The only way to salvation

E-mail : info@knowislam2012.com

Website : www.knowislam2012.com

Phone : 9007723470, 9330050030, 9831067484, 9836455996, 9330438792

আল্লাহ এক!

আল্লাহ ছাড়া

দ্বিতীয় কোন উপাস্য নাই।



"আল্লাহ এক তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নাই।
সমস্ত মানবজাতি তাঁহার উপর নির্ভরশীল।
তাহার আকার আকৃতি নেই
এবং তিনি কারও মত নন।"

(কুরআন ১১২ : ১-৪)

"বল ঃ তিনিই আল্লাহ্ এক (ও অদ্বিতীয়)। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন (সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। এবং কেহই তাঁর সমকক্ষ নয়।" (কুরআন ১১২ : ১-৪)

"ইসলামে ঈশ্বরের একত্ব"

ঈশ্বরের সার্বিক একত্বের শিক্ষা হল ইসলাম ধর্মের মূল উপাদান। ইসলামের অন্যান্য যাবতীয় বিধি-বিধান, বিশ্বাসবোধ, নির্দেশিকা সমূহের ভিত্তি হল এই উপাদান। এটা ব্যতীত ধর্মের আর কিছুই থাকে না।

ঈশ্বরের নাম হল অনন্য

এক ঈশ্বরের যথার্থ নাম হল 'আল্লাহ'। আল্লাহকে আর অন্য কোনো নামে ডাকা যেতে পারে না। এই শব্দটির কোন বহুবচন বা লিঙ্গ নেই যেমন ইংরেজি God শব্দটির বহুবচন (Gods) এবং স্ত্রীলিঙ্গ (Goddess) রয়েছে।

ঈশ্বরের 'আল্লাহ' নামের অনন্য ব্যবহার হল একত্ববাদের প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের একটি প্রতিফলন।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই

এবং তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ; সেই সর্ব প্রদাতা করুণাময় ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই।

(কুরআন ২ : ১৬৩)

ইসলামে ঈশ্বরের একত্ব হল ব্যাপক অর্থবোধক শিক্ষা, যা উপলব্ধ হতে পারে নিম্ন বর্ণিত আল্লাহ্র বিশেষ গুণাবলীর দ্বারা ঃ

- আল্লাহর কোনো সঙ্গী নেই, কোনো সমতুল্য বা প্রতিদ্বন্দীও নেই।
- আল্লাহ কোনো বাবা, মা, ভাই, বোন বা স্ত্রী ও নেই।
- আল্লাহর উপাসনা করা হয় সরাসরিভাবে, কোনরকম ব্যক্তি বা বস্তুর মাধ্যম ছাড়াই।
- আল্লাহ কারোর কাছে জবাবদিহি নয়।
- আল্লাহ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উপর নির্ভরশীল নন, বরং প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেকটি বিষয়ই তাঁর উপর নির্ভরশীল।
- আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন কোনোরকমের সাহায্য ছাড়াই।
- আল্লাহর সমতুল্য বা তার থেকে বড় কোনো কিছুই নেই।
- আল্লাহর নিকটে সম্পূর্ণ রূপে অনুগত হওয়া ব্যতীত কো

- আল্লাহ যা প্রদান করেন তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না এবং আল্লাহ যা প্রতিরোধ করেন তা কেউ প্রদান করতে পারে না।
- আল্লাহই একমাত্র ভাল অথবা মন্দ করতে পারেন।

আল্লাহ্র কোনো সমতুল্য নেই

"ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ"?

(কুরআন ১২ : ৩৯)

মুসলিমরা বিশ্বাস করে এক, অদ্বিতীয়, সত্য, পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র অস্তিত্বে। আর এটাই হল ঈশ্বর সম্পর্কে একমাত্র যৌক্তিক ধারণা। উদাহরণ স্বরূপ, দুইজন চূড়ান্ত ক্ষমতার স্রষ্টা - যা কখনই সম্ভব নয়।

যদি একের অধিক ঈশ্বর/স্রষ্টা থাকতো তবে অবশ্যই সন্দেহ, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়তো পৃথিবীতে। যাই হোক সম্পূর্ণ সম্প্রীতির মধ্যেই এই পৃথিবী বিরাজমান। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিতে (আয়াতে) কুর'আন সে কথাই ব্যক্ত করেছে।

"আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অপর কোনো উপাস্য নেই; যদি থাকতো তবে প্রত্যেক উপাস্য স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো; তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র!
(কুরআন ২৩ : ৯১)

আল্লাহই একমাত্র উপাসনার যোগ্য

"তোমরা আল্লাহরই উপাসনা করো এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীস্থাপন করিও না।" (কুরআন ৪ : ৩৬)

ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার অর্থ হল যাবতীয় প্রার্থনা ও উপাসনা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই হওয়া।

যাবতীয় প্রার্থনা ও উপাসনা পাওয়ার একমাত্র যোগ্য পাত্র হলেন মহান আল্লাহ। উপাসনা পাওয়ার যোগ্য কেউই নয়, নয় কোন মূর্তি, ক্রস, সমাধি, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, মন্দির প্রাণী, দেবদূত, বার্তাবাহক, সন্ন্যাসী, পুরোহিত অথবা কোনো ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ। এই সমস্তটাই হল সৃষ্টি ও সীমিত তাই অযথার্থ। তাই তারা ইসলামে উপাস্যের যোগ্য নয় - আল্লাহই হলেন একমাত্র যোগ্য।

কুর'আন আমাদের স্মরণ করায় উপাস্যের দাবীদারদের যাবতীয় মিথ্যা সম্পর্কে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে ঃ

তাদের পূজা কর? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর (তাও)।"

(কুরআন ৩৭ : ৯৫-৯৬)

"আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাকতে থাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে।"

(কুরআন ৭ : ১৯৪)

আল্লাহ যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীতে সৃষ্টির কোন অংশীদারিত্ব নেই।

"এবং কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়।" (কুরআন ১১২ : ৪)

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে আল্লাহর কোনো অংশ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে বিরাজমান নয় (যদিও আল্লাহর জ্ঞান সমস্ত কিছুকে বেষ্টন করে আছে।) কোন সৃষ্ট বিষয়ের পক্ষে আল্লাহ্র যথার্থ গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার ধারণা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত। সৃষ্ট কোনো কিছুকে স্রষ্টার কোনো ক্ষমতা প্রদান করার অর্থই হল তাকে স্রষ্টার সমকক্ষ বানানো। উদাহরণ স্বরূপ সৌভাগ্যের জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস কবচে বিশ্বাস, কুসংস্কার; যেমন খরগোশের পা, ঘোড়ার নাল ও ১৩ সংখ্যা - এইগুলির ভালো-মন্দ কিছু করার ক্ষমতা আছে এতে বিশ্বাস করার অর্থই হল আল্লাহ্র সাথে অংশী স্থাপন করা।

"আর আল্লাহ্কে ছেড়ে এমন কিছুকে আহ্বান করো না, যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি করতে পারে বস্তুতঃ যদি এরূপ কর তবে তুমি এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (কুরআন ১০ : ১০৬)

এছাড়াও উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ভাগ্য বর্ণনা করা ও জ্যোতিষশাস্ত্র। যে ভবিষ্যত জানার দাবি করে সে বরং প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টার গুণাবলীর সঙ্গে নিজেকে শরীক করে।

"অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউই তা জ্ঞাত নয়।" (কুরআন ৬ : ৫৯)

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মতো নন।

যেমনভাবে ইসলাম আল্লাহর ঐশ্বরিক গুণাবলীর সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির অংশীস্থাপন করাকে নিষেধ করে। ঠিক তেমনই মনুষ্য গুণাবলী ও সীমাবদ্ধতার সঙ্গে আল্লাহ্কে অংশী করার ধারণা ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে।

এর উদাহরণ হল যেমন কিছু ধর্ম দাবী করে স্রষ্টা সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। আল্লাহর বিশ্রামের কোন